

উইন্ডোজের প্রতিটি ভার্সনে সম্পৃক্ত করা হয়েছে উইন্ডোজ সিস্টেম প্রোপার্টিজ। উইন্ডোজের এই ফিচারটি অর্থাৎ সিস্টেম প্রোপার্টিজ বন্ধ ধারণ করে পিসিসিস্টেম-ই বিপর্যয়জনক প্রয়োজনীয় তথ্য। সাধারণ ব্যবহারকারী কে বাটেই বন্ধ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ ব্যবহারকারীরও উইন্ডোজ সিস্টেম প্রোপার্টিজ সম্পর্কে খুব একটা স্মরণ ধারণা রাখেন না, যা অবশ্যই হলেও সফটওয়্যার কর্মপট্টকারিতা বিবেচনা বা হার্ডওয়্যার সার্টিফিকেশন-ই সেবাদান। ছাড়া সাধারণ ও অনভিজ্ঞ ব্যবহারকারীরা সিস্টেম প্রোপার্টিজ নিয়ে খুব একটা ঘটাঘটিত করেন না বা ধারণা রাখেন না। তাই কর্মপট্টকারিতা জগৎ-এর নিয়মিত ভিজ্যু পাঠশালায় এবার উপস্থাপন করা হয়েছে সিস্টেম প্রোপার্টিজ হ্যান্ডেল করার উপায়।

উইন্ডোজ সিস্টেম প্রোপার্টিজ উইন্ডো হলো প্রথম ক্ষেত্র, যেখান থেকে আপনার কর্মপট্টকারিতা সম্পর্কে প্রারম্ভিক তথ্য পেতে পারেন এবং এখান থেকে প্রয়োজনীয় সেটিং পরিবর্তন করতে পারবেন। এ বিষয়টি অর্থাৎ সেটিং পরিবর্তনের কাজটি মাঝেমধ্যে করার দরকার নেই। তবে এ সম্পর্কে স্মরণ ধারণা রাখলে ছোটখাটো বিরাজিত বিষয়গুলো এড়াতে পারবেন। এটি হলো পরে বন্ধ কোনো ধরনের বিপর্যয় থেকে রেখাই পেতে পারেন।

এছাড়া ব্যবহারকারীর জন্য সহজ হলেও ভিজ্যু এবং উইন্ডোজ ৭ ব্যবহারকারীদের কাছে তেমন সহজ নয়। তবে সিস্টেম প্রোপার্টিজ পুনর্নির্মাণ করার ধাপ এক্সপ্লোর চেয়ে এর ব্যবহার অনেক সহজ হয়েছে।

এ লক্ষ্যে ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে বাখ্যা করে দেখানো হয়েছে সিস্টেম প্রোপার্টিজের আইস্টেমগুলো কি কাজে ব্যবহার হয়। এখানে মূলত উইন্ডোজ ৭ ও ভিজ্যুর আলোকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক্সপ্লোর ব্যবহারকারীদের জন্য কোথায় ভিজ্যু করা যেতে তা ব্যাখ্যাভাবে লিখিত করে দেখানো হয়েছে।

উইন্ডোজের সব ভার্সনে সিস্টেম প্রোপার্টিজ প্যানেল খুব সহজেই খুলে পাওয়া যায়। উইন্ডোজ ৭ এবং ভিজ্যু Start বাটনে ক্লিক করুন। এরপর System টাইপ করে System আইকনে ক্লিক করুন যাতে অববর্তিত হয় যেইজয়ের অন্তর্ভুক্ত Control Panel-এর লিঙ্ক।

উইন্ডোজ এক্সপ্লোর ব্যবহারকারীরা এটি খুলে পাবেন My Computer-এ তাম ক্লিক করার পর Properties-এ ক্লিক করে। এখানে যে ডায়ালগবক্স অববর্তিত হয়, সেখানে প্রদর্শিত হয় কর্মপট্টকারিতার সংশ্লিষ্ট সারাসংক্ষেপে আপনার উইন্ডোজের ভার্সন। এতে ইনস্টল সার্টিফ প্যাক, প্রদানের ধরন এবং মেমরির পরিমাণও উল্লেখ থাকে।

সিস্টেম রিস্টোর সেটিং

সিস্টেম প্রোপার্টিজ কন্ট্রোল প্যানেলের ট্যাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো সিস্টেম রিস্টোর (System Restore), যা গুরুত্বপূর্ণ উইন্ডোজ সেটিংগুলোর ব্যাপারে দেয়।

যদি কোনো আপডেট অথবা নতুন সফটওয়্যার ইনস্টলেশন সমস্যা সৃষ্টি করে, সেখেন্তে সিস্টেম রিস্টোর ব্যবহার করা যেতে পারে পরিবর্তনমূলক বর্তিত করে কর্মপট্টকারিতা অথবা অন্যতর ফিরিয়ে নিতে যেতে। অর্থাৎ যে অন্যতর কর্মপট্টকারিতার সর্বকৃত্ত ত্রিক ছিল, ত্রিক সেই অন্যতর নিজে যেতে। এতে আগেই তৈরি করা ডকুমেন্টের ওপর কোনো প্রভাব পড়ে না।

সিস্টেম প্রোপার্টিজ উইন্ডোর বাম দিকে System Protection লিঙ্কে ক্লিক করুন। এর ফলে অববর্তিত উইন্ডোতে দেখা যাবে কোন কোন ডিস্ক প্রোটেক্টেড।

উইন্ডোজ সেটিং এবং ডকুমেন্টের অংশের ভার্সন সেভ করার জন্য উইন্ডোজ ৭-এ অপসান হয়েছে। আপি, কেমন সব সময় ফাইল

শ-ইউইর ব্যবহার করলে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় না। পুরনো রিস্টোর পয়েন্ট পর্যায়েক্রমেভাবে ডিলিট হয়ে যান। যেহেতু স্পেস ফুরিয়ে গেছে। যদি সংঘটিত পরিবর্তনে আপসি সত্ত্ব হন, তাহলে OK-তে ক্লিক করুন।

উইন্ডোজ ভিজ্যু ব্যবহারকারীদের চেক করে দেখা উচিত ছাইই প্রোটেক্টেড কি না। সিস্টেম রিস্টোর যে পরিমাণ স্পেস ব্যবহার করে, তা পরিবর্তন করার কোনো অপসান নেই। উইন্ডোজ এক্সপ্লোর ক্ষেত্রে System Properties উইন্ডোর System Restore ট্যাবে ক্লিক করতে হবে। এবার নিশ্চিত হতে হবে যে Turn off System Restore যাতে সিস্টেমই না থাকে। নিচের বক্সটি বলবে কোন ডিস্ক মনিটরিং হয়েছে। উইন্ডোজ ৭-এর মতো এখানেও একটি শ-ইউইর

উইন্ডোজ সিস্টেম প্রোপার্টিজ ম্যানেজ করা

তাসনুজা মাহমুদ

স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেভ করে, ফেমল-এক্সেল এবং এর একটি কপি হার্ডডিস্কে থাকে। ফলে দুর্ভাগ্যক্রমে সেভ করা মূল কপিটি ডিলিট হয়ে গেলে তা রিকোভার করা সম্ভব। তাই ব্যবহারকারীর জন্য উচিত হবে Restore



উইন্ডোজ এক্সপ্লোর সিস্টেম প্রোপার্টিজ উইন্ডো

system settings and previous version files' অপসান কিলেট করা।

এই ডায়ালগবক্সের নিচে রয়েছে একটি শ-ইউইর। এটি ব্যবহার করা যেতে পারে সর্বত্রিক পরিমাণে ডিস্ক স্পেস সেট করার জন্য, যা সিস্টেম রিস্টোর ব্যবহার করতে পারে পুরনো ফাইল ও সেটিং সেভ করার জন্য।

ইদানীং বেশিরভাগ হার্ডডিস্ক ধারণক্ষমতার অংশেরে ঘুষেই বৃত্ত হয়ে থাকে, যা সিস্টেম রিস্টোরকে প্রদান করে ৫ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে ডিস্ক ব্যাপার্টিজ ব্যবহারের সুযোগ।

রয়েছে। ডিস্কে ক্লিক করুন এবং Settings বাটনে ক্লিক করে উইন্ডোজ কি পরিমাণ স্পেস বাকি রাখবে রিস্টোর পয়েন্টের জন্য তা পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে এগুলো এড়িয়ে যাওয়া ভালো।

ভিজ্যুয়াল ইফেক্ট এবং আপডেট

ফেমি ড্রেকটপ ইফেক্ট দেবতে ভালোই লাগে। তবে পুরনো পিসিগে বীজ্যুভিস্যুয়াল করে ফেলতে পারে। উইন্ডোজ ৭-এ নিজে বাম দিকে Performance Information and Tools লিঙ্কে উইন্ডোজ ভিজ্যুর Performance-এ ক্লিক করে বাম দিকের Adjust Visual effects-এ ক্লিক করুন।

আর উইন্ডোজ এক্সপ্লোর ক্ষেত্রে Advanced ট্যাবে ক্লিক করে Performance লেকশনের Settings বাটনে ক্লিক করুন। সবচেয়ে ভালো হয়, ইফেক্ট থেকে সোয়ার ক্ষেত্রে উইন্ডোজের ওপর ছেড়ে দেয়া। তবে আপসি ইচ্ছে করলে Adjust for best performance সিলেক্ট করে দেবতে পারেন পারফরমেন্স বাড়তে কি না। তবে যে পরিবর্তনই করা হোক না কেন তা ফিরিয়ে আনার অবস্থায় আনা যায়।

সবচেয়ে ভালো হয়, উইন্ডোজ আপডেট ডাউনলোড ও ইনস্টল করে ব্যবহার করা। এটি চেক করার জন্য System Properties জিনের নিচের বাম দিকে Windows Update-এ ক্লিক করুন। এবার বাম দিকের Change Settings লিঙ্কে ক্লিক করুন। এবার ওপরের ড্রপডাউন মেনুতে ক্লিক করে Install update-এ ক্লিক করুন।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে

টাইম সেটিংকে এড়িয়ে যাওয়া যায়। উইন্ডোজ পরবর্তী কোন এক সময় তা ইনস্টল ও

অপডেট হবে। Ok বাটনে ক্লিক করুন পরিবর্তনসমূহ সেত করার জন্য। উইন্ডোজ এক্সপি ব্যবহারকারীরা এ অপশন Automatic updates ট্যাবে যুক্ত থাকেন। যদি আপনার পিসিতে একধিক উইন্ডোজ ভার্সন ইনস্টল করা থাকে, তাহলে বেছে নিতে পারেন উইন্ডোজের কোনো এক ভার্সনকে ডিফল্ট হিসেবে ব্যবহার করতে। এজন্য System Properties উইন্ডোর বাম দিকের Advance System Settings লিঙ্কে ক্লিক করুন।

উইন্ডোজ এক্সপির অ্যাডভান্সড ট্যাব

Startup and Recovery সেকশনে Settings বাটনে ক্লিক করুন। এগরের ড্রপডাউন মেনুর default operating system সিলেক্ট করুন। যে সময় মেনু অকির্ভূত হবে, তা নিচে দেখা যাবে। যদি পিসিতে একধিক উইন্ডোজ ভার্সন থাকে এবং যদি সিনক্রাল ইনস্টল করা না থাকে তাহলেই শুধু এটি কাজ করবে। সিনক্রাল ব্যবহারকারীদের এটি পরিবর্তন করতে হবে সিনক্রাল ডিফল্ট।

মেমরি ম্যানেজ

যখন পিসির অভ্যন্তরীণ মেমরি যুক্ত উপ পরিপূর্ণ হয়, তখন উইন্ডোজ বিকল্প হিসেবে হার্ডডিস্কে অস্থায়ী মেমরি হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে, যা ভার্চুয়াল মেমরি বলে পরিচিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভালো হয়,

উইন্ডোজের ওপর ছেড়ে দেয়া। উইন্ডোজ নিজেই অবিভূক্ত হয় এবং সতর্ক করতে থাকে যে নির্দিষ্ট কোন প্রোগ্রাম ভার্চুয়াল মেমরিতে সঞ্চিত হয়ে চলেছে। তাই তা সঠিকভাবে সেট করা কি না চেক করে দেখা উচিত।

উইন্ডোজ ৭ এবং ডিফার Advanced System Setting-এ বা এক্সপির ক্ষেত্রে



উইন্ডোজ ৭ এর সিস্টেম প্রোপার্টিজ উইন্ডো

Advanced ট্যাবে ক্লিক করুন। এবার Performance সেকশনের Settings-এ ক্লিক করুন।

এবার Advanced ট্যাবে ক্লিক করে Change বাটনে ক্লিক করুন। নিশ্চিত হয়ে নিম্ন

Automatically manage paging file size অপশন উইন্ডোজ ৭-এর সব ড্রাইভারের জন্য সিলেক্ট করা আছে কি না।

উইন্ডোজ ডিস্কা ও এক্সপির জন্য ক্লিক করুন C: এন্ট্রিতে এবং System managed size সিলেক্ট করে ক্লিক করুন Set-এ। সবশেষে Ok-তে ক্লিক করে পরিবর্তনসমূহ সেত করুন।

উইন্ডোজ ডিভাইস ম্যানেজার

ডিভাইস ম্যানেজার কমপিউটারের সাথে সংযুক্ত সব হার্ডওয়্যারের লিস্ট তৈরি করে। কেসের ক্ষেত্রে এবং বাহিরের ডিভাইস যেমন প্রিন্টার বা নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার ক্যাটাগরি অনুযায়ী বিদ্যমান করে।

উইন্ডোজ ৭ ও ডিফার সিস্টেম প্রোপার্টিজ উইন্ডোর বাম দিকে এর লিঙ্ক যুক্ত পাওয়া যাবে এবং এক্সপিতে লিঙ্ক যুক্ত পাওয়া যাবে হার্ডওয়্যার ট্যাবে। যেসব ডিভাইস ঠিকভাবে কাজ করে না সেগুলো ডিভাইস ম্যানেজারে দেখা যাবে, যার ওপরে হলুদ বা লাল বর্ণ থাকবে। কোনো ডিভাইসে ডান ক্লিক করে তারপর Properties-এ বাম ক্লিক করলে আরো বেশি তথ্য দেখতে পারবেন। হুল বা রেডবন ড্রাইভার সমস্যার সন্ধান উৎস। যদি ড্রাইভার অপডেট সমস্যার কারণ হয়, তাহলে উইন্ডোজ রোল-ব্যাক করে অপের অবস্থায় ফিরে আসা যায়।

ফিডব্যাক : mahmood_sv@yahoo.com